|  |
| --- |
| **পরিবেশ, বন ও জলবায়ূ পরিবর্তন মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের গুরুত্ব:** বিশ্বব্যাপি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয় ও দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য অভিযোজন ও প্রশমন সক্ষমতা অর্জন এবং দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বসবাস উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

**1.2 Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট:** নারী উন্নয়নে প্রত্যক্ষ কোন ম্যান্ডেট না থাকলেও এই মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশের মান উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বৃক্ষরোপণ, নতুন জেগে ওঠা চরসহ নতুন বন সৃজন ও সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা; বনজ সম্পদ সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন এবং বৃক্ষরাজির তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নারী উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে।

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা**

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১-৪১ এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নারী উন্নয়নের জন্য দিক নির্দেশনা রয়েছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ এ মন্ত্রণালয়কে যে সকল ম্যান্ডেট দেয়া আছে তা হলো: প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশের নিরাপত্তায় নারীর অবদান স্বীকার করে পরিবেশ সংরক্ষণের নীতি ও কর্মসূচিতে নারীর সমান অংশগ্রহণের সুযোগ ও নারী প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা; পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও দূষণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; কৃষি, মৎস্য, গবাদি পশুপালন ও বনায়নে নারীকে উৎসাহিত করা ও সমান সুযোগ প্রদান করা।

**৩.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ**

* **জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা:** ইটভাটা হতে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা, প্রশমন ও কার্বন নিঃসরণ এর আওতায় প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম কার্যক্রম, নবায়ন যোগ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এবং জৈব বর্জ্য হতে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করার লক্ষ্যে ৬টি জেলার সদর উপজেলায় সিডিএম (Clean Development Mechanism) প্রকল্প কার্যক্রমসমূহ গ্রহণের ফলে সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে নারীদের স্বাস্থ্যগত পুষ্টি হ্রাস ও সুস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। ওজোন ক্ষয়কারী সামগ্রী থেকে বিষাক্ত গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসে রেফ্রিজারেশন সেক্টরে টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নারীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা, ২০০৯ এর ছয়টি থিমেটিক এরিয়ার মধ্যে প্রথমটি হলো খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য, যার আওতায় নারী ও শিশু কল্যাণে প্রকল্প গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।
* **বনজসম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা:** অংশীদারিত্বমূলক ব্লক বাগান, ষ্ট্রীপ বাগান সৃজন ও ব্যবস্থাপনা এবং ক্ষয়িষ্ণু বনে এ্যাসিসটেড ন্যাচারাল রিজেনারেশন/এ্যানরিচমেন্ট প্ল্যান্টেশন এর মাধ্যমে বন পুনরুদ্ধার এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিতে বনায়নের জন্য চারা বিক্রয় ও বিতরণ কার্যক্রমসহূহ গ্রহণের ফলে নারীদের শ্রমবাজার ও আয় সৃজন কর্মে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং সরকারি সম্পদ ও সেবা লাভের সুযোগ সম্প্রসারিত হচ্ছে। এতে পরোক্ষভাবে নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির সাথে সাথে নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে।
* **দূষণনিয়ন্ত্রণ:** মোটরযানের দূষণ নিঃসরণ মাত্রা হ্রাস, শব্দদূষণ হ্রাস, পানি ও বায়ু দূষণ হ্রাস এবং শিল্প-কারখানার দূষণ রোধে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম গ্রহণের ফলে নারীর স্বাস্থ্য তথা বিশেষভাবে প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।
* **প্রতিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ:** অংশগ্রহণমূলক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমে পিপলস ফোরামে ৫০ শতাংশ হতদরিদ্র ও নিঃস্ব মহিলার অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা ও স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটিসমূহে (ভিলেজ কনজারভেশন ফোরামে) ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব রাখায় দরিদ্র মহিলাদের আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি, যা পরোক্ষভাবে তাদের সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি করছে।

**৪.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

| ক্রমিক নং | অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/ কর্মসূচিসমূহ | নারী উন্নয়নের প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) |
| --- | --- | --- |
| ১ | ২ | ৩ |
| **১.** | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা | * “Community Based Adaptation in the Ecologically Critical Areas through Biodiversity Conservation and Social Protection” প্রকল্পের আওতায় সিলেট ও কক্সবাজার এলাকায় Village Conservation Group এ ২045 জন পুরুষ এবং 1551 জন মহিলা সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। * ওজোন ক্ষয়কারী নিঃসরণ হ্রাসে রেফ্রিজারেশন সেক্টরে টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ সব প্রশিক্ষণ নারীদের সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁকি হ্রাস ও সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে এবং তাদের আয়সৃজন কর্মে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করবে। * “Formulation and Advancement of National Adaptation Plan (NAP) Process in Bangladesh” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় Local level consultation এবং Capacity building এর জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণকে অগ্রাধিকার/প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। * “Strengthening Capacity for Monitoring Environmental Emissions under the Paris Agreement in Bangladesh” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে নারী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। |
| **২.** | বনজ সম্পদ টেকসই ব্যবস্থাপনা | * বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের আওতায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণে ৫০% নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। * সামাজিক বনায়ন সংক্রান্ত প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বন সংরক্ষণ কার্যক্রমে ৩০ শতাংশ মহিলা কাজ করে। এ সকল প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট বনজ দ্রব্য বিক্রয় থেকে অর্জিত আয়ের ৪৫ থেকে ৫৫ শতাংশ মহিলা উপকারভোগীদের অনুকূলে প্রদান করা হয়। * সামাজিক বনায়ন বিধিমালা-২০০৪ আওতায় ৫ সদস্য বিশিষ্ট বন ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ২ জন মহিলা সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। * সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ৪১১ কোটি ৫২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯০১ টাকা উপকারভোগীর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে, যার ৩০ শতাংশ নারী। এর ফলে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতাসহ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। । এ পর্যন্ত ৭ লক্ষ ২৬ হাজার ৬৫৪ জন উপকারভোগীর মধ্যে মহিলা উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৮৬৫ জন। |
| **৩.** | দূষণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন | * পরিবেশ অধিদপ্তর ও জার্মান সংস্থা GIZ যৌথভাবে বন্ধু চুলার বাজার উন্নয়ন উদ্যোগ প্রকল্পের ১ম ও ২য় পর্বে এবং ভারত সরকারে অর্থায়নে বাস্তবায়িত “Installation of 70,000 Improved Cook stoves in Selected Area of Bangladesh” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬৪ জেলায় প্রায় ১০.০০ লক্ষ বন্ধু চুলা (উন্নতচুলা) স্বল্পমূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। এর সরাসরি উপকারভোগী হলো নারী ও শিশু। * **পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক “শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প” শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।** * **‘ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন** (**নিয়ন্ত্রণ**) **আইন ২০১৩** (**সংশোধিত ২০১৯**)**’ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইন অনুসারে ইটভাটায় জ্বালানি হিসেবে কাঠ ও নির্ধারিত মানমাত্রার অতিরিক্ত সালফার, এ্যাশ, মারকারি বা অনুরূপ উপাদান সম্বলিত কয়লার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এবং পরিবর্তে উন্নতমানের কয়লা ব্যবহারের ওপর জোরারোপ করা হয়েছে। এতে ইট ভাটার মাধ্যমে সৃষ্ট বায়ুদূষণ কমেছে যা পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণসহ কর্মরত নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, পরিবেশ অধিদপ্তরের আওতায় খসড়া বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা** (Draft Air Pollution Control Rules) **প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিধিমালা চূড়ান্ত হলে নারী ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জোরালো ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।** * দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী বিধায় এসকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের মাধ্যমে নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশেষভাবে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। |
| **৪.** | প্রতিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা কার্যক্রম | * ৫১টি প্রটেক্টেড এরিয়ায় অংশগ্রহণমূলক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমে ৫০% হতদরিদ্র ও নিঃস্ব মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা ও স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটিসমূহে ন্যূনতম ৩০% নারী প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পে ১০ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে; এবং ৩০% সুবিধা মহিলারা পাচ্ছে। * এসকল কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র নারীদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সম্প্রসারিত হবে। এতে পরোক্ষভাবে নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। * জীব বৈচিত্র্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে আয়োজিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় নারী কর্মকর্তা ও প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত থাকেন। এ ক্ষেত্রে নারী প্রতিনিধির উপস্থিতি প্রায় ৩০%। * সরকার ঘোষিত ১৩ টি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় (ইসিএ) বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এবং কার্যক্রমের আওতায় আয়োজিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় নারী কর্মকর্তা ও প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত থাকেন। এক্ষেত্রে নারী প্রতিনিধির উপস্থিতি প্রায় ৩০%। |

**৫.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

**৫.১ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ:**

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিবালয়ে মোট জনবলের মধ্যে ২০%, বাংলাদেশ রাবার বোর্ডে 87%, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টে ৫%, বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরে ১.5%, পরিবেশ অধিদপ্তরে 2৯%, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটে ৯% এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামে ১৪% নারী কর্মরত আছে।

**৫.২ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে উপকারভোগী মহিলা ও পুরুষের পরিসংখ্যান :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **মন্ত্রণালয়/সংস্থা** | **মোট উপকারভোগীর সংখ্যা** | **পুরুষের সংখ্যা** | **নারীর সংখ্যা** |
| জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট | ৬৫০০০ | ৩৫০০০ | ৩০০০০ |
| বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর | ১৭৯৩১ | ১৩৯৭৬ | ৩৯৫৫ |
| পরিবেশ অধিদপ্তর | ৩৫৯৬ | ২০৪৫ | ১৫৫১ |
| বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট | ৮৩০ | ৭৩০ | ১০০ |
| বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম | ৩৫১ | ১২৭ | ২২৪ |

**৫.৩ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা:**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | | | **সংশোধিত 2022-২3** | | | **বাজেট 2022-২3** | | | **প্রকৃত 2021-22** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**৬.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

**৬.১ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতি**

| **ক্রমিক নং** | **বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- |
| ১ | বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নারী উপকারভোগীর সংখ্যা নিশ্চিতকরণ | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড হতে গৃহীত প্রতিটি প্রকল্পের আওতায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করা হয়। |
| ২ | সারা দেশে বন অধিদপ্তরের ভূমিতে স্থানীয় নারী জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করে বনায়নের উদ্যোগ নেওয়া | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বন অধিদপ্তর কর্তৃক দেশ ব্যাপী বনায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশব্যাপী প্রায় ৬৯২১.৭ হেক্টর জমিতে বনায়নের লক্ষ্যে ৭ কোটি ১১ লক্ষ ৪৬ হাজারটি বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে। এসব বনায়ন কার্যক্রমে স্থানীয় নারী জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। |
| ৩ | সারা দেশব্যাপী গ্রামীণ নারী জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও প্রশমন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্য ৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন ব্যয়ে ২টি প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ৯ লক্ষ ২৮ হাজার বন্ধু চুলা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত ২টি প্রকল্পের মাধ্যমে ৭,৯০১টি বায়োগ্যাস প্লান্ট সরবরাহ করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার নারীরা পরিবেশ বান্ধব উপায়ে রান্না করার পাশাপাশি স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। |
| ৪ | বন্যা প্রতিরোধ, নদী-ভাঙ্গন থকে শহর রক্ষা, লবণাক্ততা থেকে উপকূলীয় ভূমি রক্ষা কার্যক্রমে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। | বন্যা প্রতিরোধ, নদী-ভাঙ্গন থকে শহর রক্ষা, লবণাক্ততা থেকে উপকূলীয় ভূমি রক্ষা কার্যক্রমে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় এলাকায় ২৩১.৪০ কি:মি: বেড়িবাঁধ নির্মাণ, ৫৯০.৬০ কি:মি: খাল পুনঃখনন এবং ০৩টি রাবার ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। |
| ৫ | **বন অধিদপ্তরের জন্য একটি** Gender Strategy Develop **করা** | **বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন টেকসই বন ও জীবিকা** (**সুফল**) **প্রকল্পের আওতায়** Gender action plan **এর চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুতপূর্বক অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।** |
| ৬ | **বন অধিদপ্তরের স্থানীয় কমিটিতে ন্যূনতম ৪০ শতাংশ নারী সংযুক্ত নিশ্চিতকরণ** | **স্থানীয় কমিটিতে ন্যূনতম ৪০ শতাংশ নারী সংযুক্তকরণের কাজ চলমান আছে। এছাড়াও, টেকসই বন ও জীবিকা** (**সুফল**) **প্রকল্পের আওতায় সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ৫০**% **নারী সদস্য রাখা হয়েছে।** |

**৬.২ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য:** ওজোন ক্ষয়কারী নিঃসরণ হ্রাসে রেফ্রিজারেশন সেক্টরে টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দূষণ সৃষ্টিকারী গ্যাস নির্গমণ হ্রাসের ফলে নারীদের সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁকি হ্রাস ও সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। তাদের আয় সৃজন কর্মে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করবে। ৫১টি প্রটেক্টেড এরিয়ায় অংশগ্রহণমূলক জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমে ৫০ শতাংশ হতদরিদ্র ও নিঃস্ব মহিলার অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে ও স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটিসমূহে ন্যূনতম ৩০ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়েছে। বন অধিদপ্তরের আওতাধীন পাহাড়ী, শাল ও উপকূলীয় এলাকায় মহিলাদের **সফলভাবে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।**

**৬.৩ নারী উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম (প্রকল্প/ কর্মসূচির প্রভাব) পর্যালোচনা;**

**মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে নারীর উন্নত জীবনযাপনের সাফল্যগাঁথা :**

|  |
| --- |
| মোছা: রাশিদা স্বামীর নাম: মৃত তাহের উদ্দিন, মাতার নাম: আলিমন, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: সরাইডাঙ্গা, পো: শ্যামপুর, উপজেলা: পত্নীতলা, জেলা: নওগাঁ, জাতীয়তা: বাংলাদেশী. বয়স: ৬৩ বছর একজন গরীব অসহায় গৃহিণী। তার স্বামী ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে সাপাহার রেঞ্জের সাপাহার বিটের সামাজিক বনায়নের আওতায় সৃজিত ২.২৬ হেক্টর উডলট বাগানের একমাত্র উপকারভোগী সদস্য ছিলেন। স্বামীর সাথে মোছা: রাশিদা বেগম সামাজিক বনায়নের গাছপালা পরিচর্যা ও দেখাশোনা করতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর বন বিভাগ কর্তৃক সৃজিত উক্ত ২.২৬ হেক্টর বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার কাজে মোছা: রাশিদা নিজেকে নিয়োজিত করেন। সামাজিক বনায়নের আওতায় সৃজিত উক্ত বাগানটি মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পর ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কাটা হয়। বাগান বিক্রয়ের পর তার লভ্যাংশের ৬,৫৫,২৮৩/- (ছয় লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার দুইশত তিরাশি) টাকা পান। সংসারে তার ২ ছেলে ও ২টি মেয়ে রয়েছে। উক্ত টাকা পেয়ে তিনি নতুন ঘরবাড়ি তৈরিসহ গাভী, ছাগল এবং জমি ক্রয় করেন। জমিতে আবাদ করেন এবং গরুর দুধ ও ছাগলের বাচ্চা বিক্রয় করেন। তিনি এলাকায় নিজেকে একজন স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলেছেন ও এলাকায় তার একটি ভালো সামাজিক অবস্থান তৈরি হয়েছে। এখন তাকে সংসার পরিচালনাসহ ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণের জন্য অন্যের বাড়ীতে কাজ করতে হয় না। এলাকায় অনেকে তার মত বন বিভাগের উপকারভোগী হয়ে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করছেন। সামাজিক বনায়ন দারিদ্র বিমোচনে সহযোগিতার একটি ভাল পথ। তিনি এখন উক্ত ভূমিতে নতুনভাবে সৃজিত বাগানের উপকারভোগী হিসেবে বেশি লভ্যাংশ পাওয়ার আশায় পূর্বের চেয়েও বেশি পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। তার বিশ্বাস, বন বিভাগের সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে তার মতো অনেক অসহায় দুঃস্থ মহিলা সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। |

**৭.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শহরাঞ্চল ও গ্রামীণ নারীগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও অভিবাসনে কি ধরনের প্রভাব পড়ছে সে বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা। এছাড়া, স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের জন্য পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে কৌশল উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা করা;
* জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয়ে অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রমে জেন্ডারভিত্তিক অসমতা দূরীকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি ও কৌশল গ্রহণ করা;
* জেন্ডার ইস্যুকে এ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত সকল নীতি কৌশল ও কার্যক্রমসমূহের সাথে সমন্বয়সহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
* প্রতিবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসে নারীদের পরিবেশ সংরক্ষণের অবদানস্বরূপ স্বীকৃতি ও সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা;
* স্থানীয় পর্যায়ে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এছাড়া সকল ধরনের সামাজিক বনায়নে নারীদের আরো অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া;
* পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় যৌথভাবে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করে পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট নীতি ও কর্মসূচিতে নারীদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়;
* ঝুঁকিপূর্ণ ও পরিবেশ দূষণ করে এমন শিল্পে নারী শ্রমিকদের নিয়োগ প্রদান সীমিত করে তাদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;
* পরিবেশ অধিদপ্তর ও বন বিভাগে স্থানীয় পর্যায়ে আরো নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সম্প্রসারণ করা;
* পরিবেশ অধিদপ্তর ও বন অধিদপ্তরের স্থানীয় কমিটিতে ন্যূনতম ৪০ শতাংশ নারী সংযুক্ত নিশ্চিত করা।